Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
UGC Enlisted Serial No. 48666
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VII, Issue-I, July 2018, Page No. 64-71
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

ভাসের ‘প্রতিমা’ ও রামায়ণ : একটি তুলনামূলক আলোচনা

রাজকুমার মন্ডল
শ্রীগোপালপুর, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract

Ramayana is an ancient Indian epic poem which described to the Hindu sage Valmiki, narrates the life of legendary prince Rama. It follows his fourteen years exile to the forest from the Kingdom with his wife Sita and brother Lakshmana, on request of Dasharatha's second wife Kaikeyi. The kidnapping of Sita by Ravana, the demon king of Lanka, resulting in a war with him and Rama's eventual return to Ayodhya to be crowned king.

This 'epic of growth' is one of the largest ancient epic in world literature. It consists of nearly 24,000 verses, divided into seven kandas and 500 cantos. In hindu tradition, it is considered to be the adi-kavya (first poem).

Bhasa is one of the earliest and most celebrated Indian dramatist in Sanskrit, predating kalidas. Ramayana is the main source of Bhasa's play 'ptatima'. But Bhasa does not follow totally from the Ramayana to wife the play 'Pratima'. To make the play 'Pratima' and other twelve plays, Bhasa had shown his own talent. So, many differences are seen between the Ramayana and Bhasa's play 'Pratima'.

Keywords: Ramayana, Epic, Dramatist Bhasa, The Play Pratima, Dualistic concept.

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে নাট্যকার ভাস এক বিরল ব্যক্তিত্ব ও বহু প্রশংশিত চরিত্র। সংস্কৃত ভাষায় রচিত দৃশ্যকাব্যগুলির মধ্যে নাট্যকার ভাসের রচনাবলী চিরদিন পাঠকচিত্তকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। নাট্যভাষার নিরবদ্য সাবলীলতায়, নাট্যবস্তুর উপস্থাপন বৈচিত্র্যে, অভিনয়ধর্মিতার তুলনামূলক প্রকর্ষে এবং সর্বোপরি নাট্যোৎকণ্ঠা সৃষ্টির আপেক্ষিত উৎকর্ষে ভাসের নাট্যসৃষ্টি চিরভাস্বর হয়ে রয়েছে। তাই নাট্যকাররূপে ভাসের কৃতিত্ব অবিসংবাদিত। এই প্রাক্ কালদাসীয় নাট্যকার রামায়ণ, মহাভারত বা প্রাচীন লোককথা অবলম্বন করে কল্পনার রঙে ও প্রতিভার স্পর্শে পুরানো কাহিনীকে তাঁর নাটকে অভিনব দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুন করে তুলেছেন। কল্পিত বৃত্তান্তের সংযোজন ভাসের নাটকগুলিকে নাট্যকলার উৎকর্ষে মন্ডিত করেছে।

প্রাচীন ও অর্বাচীন সাহিত্যের অনেক কবি, নাট্যকার, গদ্যসাহিত্য রচয়িতা ও সমালোচকগণের রচনায় ‘ভাস’ নামক একজন প্রথিতযশা নাট্যকারের নামের উল্লেখ থাকলেও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের পূর্বে তাঁর রচনার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্তও এই কৃতী নাট্যকার কেবলমাত্র উল্লেখ, উদ্ধৃতি ও প্রশংসার মাধ্যমে সারস্বত সমাজে পরিচিত ছিলেন। ১৯০৯-১৯১১ খ্রিস্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় তিরুবাগ্রহারম্ গণপতি শাস্ত্রী মহাশয় দক্ষিণ ভারতে অবস্থিত কেরলের ত্রিবান্দ্রমের পদ্মনাভপুরমের কাছে মনলিককরনাথম্ নামক স্থানে

মালয়ালম্ হরফে লেখা একটি তালপাতার পুঁথিতে প্রথমে দশটি (স্বপ্নবাসবদত্তম্, প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণম্, পঞ্চরাত্রম্, চারুদত্তম্, দূতঘটোৎকচম্, অবিমারকম্, বালচরিতম্, মধ্যমব্যায়োগম্, কর্ণভারম্, ঊরুভঙ্গম্) এবং পরে একখানি অসমাপ্ত পুঁথিতে তিনখানি নাটক (প্রতিমা, অভিষেকম্ দূতবাক্যম্) আবিষ্কার করেন। মোট তেরোখানি নাটকের আবিষ্কার প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। কিন্তু প্রচলিত রীতি অমান্য করে অন্যান্য সংস্কৃত নাটকের ন্যায় উক্ত নাটকসমূহে নাট্যকারের নাম বা তৎসম্পর্কিত কোন ইঙ্গিত নেই। তাই নাটকগুলিকে কেন্দ্র করে পণ্ডিতমহলে এক চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যা সংস্কৃত সাহিত্যে 'ভাগ সমস্যা' নামে পরিচিত। শাস্ত্রী মহাশয় নাটকগুলির তুলনামূলক আলোচনাপূর্বক কালিদাস, বান, রাজশেখর প্রভৃতি প্রখ্যাত সাহিত্যিকগণের ভাস সম্পর্কিত উক্তির সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে, সব নাটকগুলি একই ব্যক্তির রচনা এবং রচয়িতা হলেন প্রথিতযশা নাট্যকার ভাস।

প্রাচীন সাহিত্যের অনেকে ভাসের নাট্যরচনার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। কালিদাস তাঁর 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' নাটকের 'প্রস্তাবনা' (১ম অঙ্ক) অংশে লিখেছেন—

"প্রথতযশসাং ভাস-সৌমিল্ল-কবিপুত্রাদীনাং প্রবন্ধান্ অতিক্রম্য কথং বর্তমানস্য কবেঃ কালিদাসস্য কৃতৌ বহুমানঃ?" অর্থাৎ প্রথিতযশা ভাস, সৌমিল্ল, কবিপুত্র প্রভৃতি নাট্যকারগণের নাটক অভিনয় না করে কেনই বা অর্বাচীন নাট্যকার কালিদাসের নাটকের প্রতি এত সম্মান দেখানো হচ্ছে?

সপ্তম শতকের কবি বাণভট্ট তাঁর 'হর্ষচরিত' নামক আখ্যায়িকায় লিখেছেন—

"সূত্রধারকৃতারম্ভৈনাটকৈ বহুভূমিকৈঃ।
সপতাকৈর্যশো লেভে ভাসো দেবকুলৈরিব।।" হর্ষচরিত - ১/১৫

অর্থাৎ স্থপতির দ্বারা নির্মিত পতাশশোভিত বহুতলবিশিষ্ঠ সূত্রধার (রাজমিস্ত্রী) দ্বারা আরদ্ধ দেবমন্দিরের তুল্য, প্রাসঙ্গিক ঘটনাযুক্ত, বহু অঙ্ক সমন্বিত নাটকগুলির দ্বারা ভাসের যশ প্রতিষ্ঠিত।

সপ্তম বা অষ্টম শতকের গদ্যকাব্যকার দণ্ডী তাঁর 'অবন্তীসুন্দরীকথা' কাব্যে লিখেছেন—

"সুবিভক্তমুখাদ্যঙ্গৈর্ব্যক্তলক্ষণবৃত্তিভিঃ।
পরতোভপি স্থিতো ভাসঃ শরীরৈরিব নাটকৈঃ।।" (ভূমিকা)

অর্থাৎ ভাস স্বীয় শরীর সদৃশ নাটকসমূহের দ্বারা মৃত্যুর পরেও অমর হয়ে রয়েছেন।

নাট্যকার জয়দেব তাঁর 'প্রসন্নরাঘব' নাটকে বলেছেন—
ভাস হলেন সরস্বতীর নির্মল হাস্য— "ভাসো হাসঃ।"

ভাসের তেরোখানি নাটককে বিষয়বস্তুর বিচারে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা—

(ক) রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত নাটক :-
(১) প্রতিমা, (২) অভিষেকম্।

(খ) মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে রচিত নাটক :-
(১) দূতবাক্যম্ , (২) কর্ণভারম্, (৩) দূতঘটোৎকচম্, (৪) মধ্যমব্যায়োগম্, (৫) পঞ্চরাত্রম্, (৬) ঊরুভঙ্গম্, (৭) বালচরিতম্।

(গ) বৃহৎকথা অবলম্বনে রচিত নাটক :-
(১) স্বপ্নবাসবদত্তম্, (২) প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণম্।

(ঘ) প্রচলিত প্রাচীন কাহিনি অবলম্বনে রচিত নাটক :-

(১) অবিমারকম্, (২) চারুদত্তম্।

প্রথিতযশা মহাকবি ভাসের ত্রয়োদশ নাটকের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সপ্তাঙ্ক নাটক 'প্রতিমা'। দশরথ কর্তৃক রামের রাজ্যাভিষেকের উদ্যোগ, কৈকেয়ীর প্রার্থনায় ভরতের রাজ্যলাভ, লক্ষ্মণ ও সীতাসহ রামের বনগমন, রাম কর্তৃক ভরতের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান, রামকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনার জন্য ভরতের বনগমন, রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ, রাম কর্তৃক সীতা উদ্ধার, রাবণ বধ করে রামের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন এবং রামের রাজ্যভার গ্রহণ পর্যন্ত কাহিনি এই নাটকে বর্ণিত হয়েছে। মাতুলালয় থেকে প্রত্যাবর্তন করার সময় ভরত প্রতিমাগৃহে সূর্যবংশীয় মৃত রাজাদের মূর্তিগুলির সঙ্গে পিতা দশরথের মূর্তি দেখতে পান এবং পিতার মৃত্যু সংবাদ জানতে পারেন— এখানেই নাটকের 'প্রতিমা' নামকরণোটি সার্থক হয়েছে।

সংস্কৃত সাহিত্যের অমর মহাকাব্য রামায়ণকে অবলম্বন করে অনেক নাট্যকার নাটক রচনা করেছেন, তন্মধ্যে মহাকবি ভাস অগ্রগণ্য। তিনি অযোধ্যা কান্ড হতে লঙ্কাকাণ্ডের শেষাবধি মূল রামায়ণ কাহিনি অবলম্বন করে 'প্রতিমা' নাটকটি রচনা করেছেন। যদিও নাটকের অনেকাংশ মূল রামায়ণ কাহিনি বর্জিত এবং নাট্যকারের কল্পনাপ্রসূত। অভিনব পরিকল্পনায় উপস্থাপিত নাটকটিতে নাট্যকারের অভিনবত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাস নাট্যরচনায় রামায়ণ কাহিনিকে উপজীব্য করলেও স্বকীয় নাট্যপ্রতিভায় সেগুলিকে নাট্যরসে সঞ্জীবিত করে নতুনভাবে রূপদান করেছেন। নিম্নে মূল রামায়ণ কাহিনির সঙ্গে ভাসের 'প্রতিমা' নাটকের ভিন্নতা আলোচনা করছি—

১) মহর্ষি বাল্মীকি-কৃত রামায়ণ মহাকাব্যে সীতাদেবীর বল্কল পরিধান ব্যাপারটির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। মহাকবি ভাস 'প্রতিমা' নাটকটি অভিনব পরিকল্পনায় রচনার উদ্দেশ্যে রামায়ণ কাহিনির সঙ্গে এরূপ পরিবর্তন সাধন করেছেন। নাটকের প্রথমাঙ্কে যুবরাজ রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক সম্পাদনের প্রাক্ মুহূর্তে ভূষণাদি পরিত্যাগপূর্বক নিছক ক্রীড়াচ্ছলে সীতাদেবীর বল্কল পরিধানের বিষয়টি কবির স্বপ্রসূত। নাট্যকার এরূপ সংযোজনের মধ্য দিয়ে রামচন্দ্র ও সীতাদেবীর মধুর গার্হস্থ্য জীবনের এক সুন্দর চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন।

২) রামের রাজ্যাভিষেককালে ভরতের সহিত শত্রুঘ্নের অনুপস্থিতি মূল রামায়ণ কাহিনীতে বিদ্যমান। কিন্তু মহাকবি ভাস তাঁর 'প্রতিমা' নাটকের প্রথমাঙ্কে শত্রুঘ্নের উপস্থিতি দেখিয়ে এক মহান ভাতৃত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

৩) নাটকের দ্বিতীয়াঙ্কে দেখা যায় রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর বনবাসগমনহেতু মহারাজ দশরথ পুত্রবিরহে কাতর, শোকে বিহ্বল, দেহ শিথিল ও বুদ্ধি ক্ষীণ হয়েছে। রামচন্দ্রবিহীন অযোধ্যা শূণ্যতাপ্রাপ্ত এবং সমগ্র রাজপুরীতে শোকের ছায়া ঘনীভূত। মহারাজ দশরথ শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে বিলাপ করতে লাগলেন—

"সূর্যো ইব গতো রামঃ সূর্যে দিবস ইব লক্ষ্মণোসনুগতঃ।
সূর্যদিবসাবসানে ছায়ের ন দৃশ্যতে সীতা।।"

পরিশেষে রামচন্দ্র, সীতা, লক্ষ্মণকে দেখার অভিপ্রায়ে ব্যাকুল হয়ে পড়লেন এবং সর্বশেষে পূর্বপুরুষদের নাম স্মরণ করতে করতে ইহধাম ত্যাগ করলেন।

"অয়মমরপতে সখা দিলীপোঃ রঘুরয়মত্র ভবানজঃ পিতা মে।
কিমভি গমনকারণং ভবদ্ভিঃ সহ বসনে সময়ো মমাপি তত্র।।" প্রতিমা - ২/২১

এই অঙ্কে মহাকবি ভাস তাঁর স্বকল্পনায় শায়িত রাজা দশরথের সমক্ষে মৃত পূর্বপুরুষদের আগমন দৃশ্যের অবতারণা করেছেন, যা মূল রামায়ণ কাহিনিতে লক্ষ্য করা যায় না। এটি কবির নিজস্ব সৃষ্টি।

৪) রামায়ণের দশরথ নীরব কিন্তু নাট্যকার ভাস তাঁর 'প্রতিমা' নাটকে দশরথকে সরব করে তুলেছেন। কৈকেয়ীর অন্যায় নীতির বিরুদ্ধ আচরণে ক্ষুদ্ধ হয়ে দশরথকে সরোষে বলতে দেখা যায়—

"গতো রামঃ প্রিয়ং ত্যেস্তু, ত্যক্তোৎমপি জীবিতৈঃ।

ক্ষিপ্রমানীয়তাম্ পুত্রঃ পাপং সফলমস্তিতি।।" প্রতিমা - ২/২০

৫) মধ্যমা মহিষী কৈকেয়ীর অন্যায় নীতি পরিবেশনে মহাকবি ভাস একাধারে নারী বিষয়ক বিশীইঙ্খলা ও তৎকালীন সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ করার প্রচেষ্টা এবং অপরদিকে দশরথের চারিত্রিক উদারতা ও উচ্চ তথা সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে পরস্পর বিরোধী তথ্যের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছেন।

৬) মহাকবি ভাস স্বর্গ হতে সমাগত পূর্বপুরুষদের দৃষ্যের অবতারণার মাধ্যমে দশরথের কর্মসংকুল জীবনের সমস্ত অবয়বের সার্থকতা সংরক্ষণের নিমিত্ত ত্যাগ বলিদানের ব্যাপকতা প্রদর্শন করেছেন।

৭) নাটকের তৃতীয় অঙ্কেও বিষ্ণুর উপাসক মহাকবি ভাসের নাট্যপ্রতিভায় অভিনবত্বের ছাপ সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। এখানে দেবগৃহের কল্পনায় নাট্যকারের উর্বর মস্তিষ্কের পরিচয় পাওয়া যায়। দশরথের দীর্ঘকালের নিযুক্ত সারথি সুমন্ত্র চালিত রথে মাতুলালয় থেকে অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনকালে ভরত পথ অতিক্রমে ক্লান্ত হয়ে অবসর যাপনের উদ্দেশ্যে প্রতিমাগৃহে প্রবিষ্ট হন এবং সেখানে পরলোকগত পূর্বপুরুষদের সাথে পিতা মহারাজ দশরথের আলেখ্য চিত্র দেখতে পান। মহর্ষি বাল্মীকির মূল রামায়ণে এই প্রতিমাগৃহের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু পতাকাস্থানের সার্থক প্রয়োগকর্তা মহাকবি ভাস স্বীয় কল্পনায় তাঁর 'প্রতিমা' নাটকে এমনভাবে প্রতিমাগৃহের অবতারণা করেছেন যার ফলে প্রতিমা গৃহ নাটকটির কেন্দ্রস্বরূপে হয়েছে। এটি নাট্যকারের নিজস্ব কৃতিত্ব ও নাটকটির আধার ভূমি।

৮) নাটকে প্রতিমাগৃহের মাধ্যমে অত্যন্ত কৌশলে ভরতের নিকট পিতা দশরথের মৃত্যুর ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রতিমাগৃহের অবতারণায় মনোবৈজ্ঞানিকতার ছাপ বিদ্যমান। এই অঙ্কের ঘটনাপ্রবাহে কার্য-কারণ সম্পর্ক, মানবজীবনে ঈশ্বরের প্রভাব ও অতীতের সহিত বর্তমানের সংযোগ সাধিত হয়েছে।

৯) ব্রাহ্মণ্য ধর্ম আচার ব্যবহারের পক্ষপাতী মহাকবি ভাসের 'প্রতিমা' নাটকের চতুর্থাঙ্কের ঘটনাপ্রবাহে ভরতকে লক্ষ্মণের অনুজরূপে দেখানো হয়েছে। বিষয়টি আদৌ বাল্মীকিকৃত রামায়ণ অবলম্বনে রচিত হয়নি। এটি সম্পূর্ণ কবিকল্পিত। ভরত মাতুলালয় থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রাজ্যভার গ্রহণে অস্বীকৃত হয়ে দন্ডকারণ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র, প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর সকাশে উপস্থিত হন এবং অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনপূর্বক রাজ্যভার গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। অতঃপর রামচন্দ্রের পাদুকাদ্বয় গ্রহণ ও চতুর্দশ বর্ষ অতিক্রান্তে অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন করে রামচন্দ্র রাজ্যভার গ্রহণ করবেন এই শর্তে বনবাসকালীন রামচন্দ্রের প্রতিনিধিস্বরূপে ভরত রাজ্য পরিচালনা করবেন - এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ভরত অযোধ্যা প্রত্যাগমণে উদ্যত হলেন। রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ আশ্রমের দ্বার পর্যন্ত ভরতের পশ্চাৎ অনুসরণ করলেন—"রাম: - মৈথিলি। ইতস্তাবৎ। বৎস লক্ষ্মণ। ইতস্তাবৎ। আশ্রমো পদদ্বারমা এবমপি ভরতস্যানুষাত্রং ভবিষ্যামঃ।"

মহাকবি ভাস এই অঙ্কে মহর্ষি বাল্মীকি বর্ণিত রামায়ণের মূল কাহিনীর কোনরূপ পরিবর্তন না করে একাধারে ভরতের ভাতৃভক্তি ও স্বজনদের সহিত পারস্পরিক মিলন দৃশ্যের মাধ্যমে নাটকটিতে চরম উৎকর্ষতা প্রদান করেছেন।

১০) কালিদাস পূর্বযুগের নাট্যকার ভাস তাঁর 'প্রতিমা' নাটকের পঞ্চমাঙ্কে রামের পর্ণকুটীরে রাবণের অনুপ্রবেশ ও সীতাহরণ বৃত্তান্ত স্বপরিকল্পনায় বিবৃত করে নাটকটিতে নতুনত্বের নিদর্শন রেখেছেন। মহারাজ দশরথের বার্ষিক শ্রাদ্ধ। বনবাসী রামচন্দ্র শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সীতাদেবীর সহিত আলোচনায় রত। পিতার শ্রাদ্ধ বিষয়ে তাঁর অভিব্যক্তি—

"গচ্ছন্তি তুষ্টিং খলু যেন কেন
ৎ এব জানন্তি হি তাং দশাং মে।
ইচ্ছামি পূজাং চ তথাপি কর্তুম্
তাতস্য রামস্য চ সানুরূপাম্।।" প্রতিমা - ৫/৫

অতঃপর সীতাদেবী রামচন্দ্রকে আশ্বস্ত করে বলেন—

"আর্য্যপুত্র – অবস্থানুরূপং ফলোদকেনাপি আর্য্যপুত্রঃ।
এতৎ তাতস্য বহুমত্তরং ভবিষ্যতি।"

তদুত্তরে রামচন্দ্রের উক্তি –

"ফলানি দৃষ্টা দর্ভেষু স্বহস্তরচিতানি নঃ। স্মারিতো বনবাসং চ তাতস্তত্রাপি রোদিতি।"

ইত্যবসরে লঙ্কাধিপতি রাবণ সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে রামচন্দ্রের পর্ণকুটীরে উপস্থিত হন এবং পিতৃশ্রাদ্ধে স্বর্ণমৃগের প্রয়োজন ও তার অবস্থান উল্লেখপূর্বক শ্রাদ্ধবিষয়ক উপদেশ দেন। পিতৃশ্রাদ্ধ বিষয়ক উপদেশ প্রদানে রামের সকাশে রাবণের উপস্থিতির কাহিনী রামায়ণে পাওয়া যায় না। ইহা মহাকবি ভাসের নিজস্ব কল্পনা। রাবণ মায়াজাল বিস্তার করে হিমালয় ও কাঞ্চনপার্শ্বের অবস্থান উল্লেখ করলে রামচন্দ্র স্বয়ং মৃগকে দ্রুত অনুসরণ করে গভীর বনে প্রবিষ্ট হলেন। ইত্যবসরে দুরাচারী সন্ন্যাসীবেশী লঙ্কাধিপতি রাবণ নিজেরে বেশ প্রকাশ করে বলপূর্বক সীতাদেবীকে অপহরণে উদ্যত হন।

রামং বা শরণসুপেহি লক্ষ্মণং বা
স্বর্গস্থং দশরথমের বা নরেন্দ্রম্।
কিং বা স্যাৎ কুপুরুষো সংশ্রিতৈবচোভিঃ
র্ণব্যাঘ্রং মৃগশিশবঃ প্রধর্ষয়ন্তি।।" প্রতিমা – ৫/১৮

রাবণ সীতাহরণকালে তেজোদীপ্ত কণ্ঠে আরও বলেন—

"বলাদেব দশগ্রীবঃ সীতামাদায় গচ্ছতি।
ক্ষাত্রধর্মে যদি স্নিগ্ধঃ কুর্যাদ রামঃ পরাক্রমঃ।।" প্রতিমা – ৫/২১

সর্বাপেক্ষা একাঙ্ক নাটকের রচয়িতা মহাকবি ভাস এই অঙ্কে মহর্ষি বাল্মীকি-কৃত রামায়ণ হতে অনেকখানি পরিবর্তন সাধন করেছেন—

ক) মূল রামায়ণ কাহিনির মারীচরূপী মায়ামৃগের পরিবর্তে কাঞ্চনপার্শ্ব মৃগের কল্পনা কবির নিজস্ব প্রতিভাকে বিকশিত করে।

খ) মহারাজ দশরথের শ্রাদ্ধে কাঞ্চনপার্শ্ব মৃগের প্রয়োজন এবং সেই মৃগান্বেষণে রামকে সীতার নিকট হতে দূরে সরানো কবির নিজস্ব কল্পনা।

গ) 'প্রতিমা' নাটক অনুসারে রামচন্দ্র তাঁর পিতৃশাদ্ধের উদ্দেশ্যে সোনার হরিণ শিকার করতে গিয়েছিলেন, কখনোই রামায়ণ অনুযায়ী সীতার মনের অভিলাষ পূরণের উদ্দেশ্যে সোনার হরিণের পিছনে ছোটেননি।

ঘ) তীর্থ পর্যটক হতে প্রত্যাগত কুলপতিকে পূজার জন্য লক্ষ্মণকে প্রেরণ বৃত্তান্তটি মূল রামায়ণ কাহিনিতে নেই। এই বৃত্তান্ত মহাকবি ভাসের নিজস্ব সৃষ্টি।

ঙ) রাবণের উপস্থিতি এবং সীতাহরণের সমগ্র ঘটনা লক্ষ্মণের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে সংঘটিত হয়েছে। মূল রামায়ণে দেখা যায় মায়ামৃগকে অনুসরণ করলে লক্ষ্মণ পশ্চাদ্‌গামী না হওয়ায় সীতাদেবী ক্ষোভে লক্ষ্মণকে ভর্ৎসনা করে বলেছেন—

"তনুবাতেতস্তত্র ক্ষুভিতা জনকাত্মজা
সৌমিত্রে মিত্ররূপেণ ভ্রাতসত্বমসি শত্রুবৎ।
যত্ত্বমস্যামবস্থায়াং ভ্রাতরং নভিপদ্যসে।

ইচ্ছসি ত্বং বিনশ্যন্তং রামম্ লক্ষ্মণো মৎকৃতে।।
লোভাৎ তু মৎকৃতে নূনং নানুগচ্ছসি রাঘবম্।
ব্যসনং তে প্রিয়ং মন্যে স্নেহোভ্রাতরি নাস্তিতে।।" অরণ্যকাণ্ড ৪৫-৫৭

এই উক্তিতে সীতাদেবীর চরিত্রের নীচতা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু মহাকবি ভাস তাঁর 'প্রতিমা' নাটকে রাবণের উপস্থিতি ও সীতা হরণকালে লক্ষ্মণের অনুপস্থিতি ঘটিয়ে সীতার চরিত্রে কোনরূপ মলিনতা স্পর্শ করতে দেননি। উপরন্তু সীতাদেবীকে সম্মানিত ব্যক্তিত্বের অধিকারীরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এখানে নাট্যকার ভাসের মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

১১) প্রথম বিয়োগান্তক নাটকের রচয়িতা নাট্যকার ভাস কর্তৃক ষষ্ঠাঙ্কে লঙ্কাধিপতি রাবণের দ্বারা বলপূর্বক সীতা অপহৃতা হ্লে মহারাজ দশরথের আস্থাভাজন বন্ধুস্থানীয় জটায়ুর উপস্থিতি, বাধাপ্রদান, গগনমার্গে রাবণের সহিত জটায়ুর প্রবল যুদ্ধ ও পরিশেষে জটায়ুর মৃত্যু দেখানো হয়েছে।

দৃশ্যের পটপরিবর্তনে রামচন্দ্রের সংবাদ আনয়নের নিমিত্ত মহারাজ দশরথের সচিব সুমন্ত্রের পুনরায় দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ এবং সীতাহরণ বৃত্তান্ত জেনে অযোধ্যায় প্রত্যাগমনপূর্বক ভরতকে জানানোর বিষয়টি মহাকবি ভাসের নিজস্ব পরিকল্পনা। এই বিষয়টি মূল রামায়ণ কাহিনিতে নেই। বাল্মীকিকৃত রামায়ণের সুমন্ত্রের দুবার বনযাত্রা লক্ষ্য করা যায় না, যা 'প্রতিমা' নাটকে দৃষ্ট হয়। সীতাহরণে দুঃখী ভরত মাতা কৈকেয়ীকে দোষারোপ করেন—"যঃ স্বরাজ্যং পরিত্যজ্য ত্বন্নিয়োগোৎ বনং গতঃ তস্য ভার্যা হীইতা সীতা পর্যাপ্তস্তে মনোরথঃ।" প্রতিমা - ৬/১৩

মাতা কৈকেয়ী কর্তৃক ভরতকে মহারাজ দশরথের শাপ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন এবং সমগ্র ঘটনা প্রকাশের জন্য সুমন্ত্রকে নির্দেশ দান রামায়ণ কাহিনি হতে ভিন্ন এবং এই ভিন্নতা প্রদর্শন মহাকবি ভাসের স্বপ্রতিভার পরিচায়ক।

"তেনোক্তং রুদিতস্যান্তে মুনিনা সত্যভাষিনা।
যথাহংভোস্রমপ্যেবং পুত্রশোকাদ্ বিপস্যসে।।" প্রতিমা - ৬/১৫

সুমন্ত্রের নিকট হতে সমস্ত বৃত্তান্ত অবহিত হয়ে ভরত মাতা কৈকেয়ীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। চতুর্দশ বর্ষ যাবৎ বনবাসের কারণ জিজ্ঞাসা করলে মাতা কৈকেয়ীর উত্তর তিনি চৌদ্দ দিনের পরিবর্তে হৃদয়ের চঞ্চলতায় চৌদ্দ বৎসরের কথা উল্লেখ করেছেন - এই কাহিনিও রামায়ণ হতে স্বতন্ত্র। এছাড়াও রামচন্দ্রকে সহায়তা ক্রার জন্য ভরতের সসৈন্য প্রয়োগের উদ্যোগ মূল রামায়ণ কাহিনীতে নেই।

১২) মহাকবি ভাস তাঁর 'প্রতিমা' নাটকের সপ্তমাঙ্কে দেখিয়েছেন লঙ্কাধিপতি দুরাচার রাবণকে বধ করে বিভীষণকে রাজপদে অভিষিক্ত করে বানররাজ ও সসৈন্য রামচন্দ্র, সীতাদেবী ও লক্ষ্মণ দণ্ডকারনয়ে প্রত্যাবর্তন করেছেন। ইত্যবসরে সসৈন্য ভরত ও মাতৃকুল সমভিব্যাহারে রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে বনে আগমন করেছেন। এখানে সমাতৃ ভরতের প্রবেশ ও সকলের এক অপূর্ব মিলন দৃশ্য মহাকবি ভাসের অভিনব পরিকল্পনার পরিচয় দেয়। ভাস তাঁর নাটকে যুবরাজ রামচন্দ্রের অভিষেক তপোবনেই সম্পাদন করেছেন কিন্তু রামায়ণে অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনের পর রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয়েছে। অযোধ্যার প্রজাবৃন্দ, সুগ্রীব, বিভীষণ, হনুমান প্রভৃতির সমক্ষে মহারানী কৈকেয়ীর আদেশে ভাতৃভক্ত ভরত কর্তৃক তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রকে রাজ্যভার প্রত্যার্পণ এবং পুনরায় রাজ্যাভিষেকের জন্য সমভিব্যাহারে রাবণের পুষ্পকরথে আরোহন প্রাক্ কালিদাসীয় নাট্যকার মহাকবি ভাসের নিজস্ব পরিকল্পনা ও প্রতিভার পরিচায়ক। মূল রামায়ণ কাহিনির সঙ্গে এই ঘটনার কোন মিল লক্ষিত হয় না।

❖ মহাকবি ভাস নাটকীয় মৌলিকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রচলিত রামায়ণ হতে 'প্রতিমা' নাটকে পর্যাপ্ত পার্থক্য রেখেছেন। মূল রামায়ণ কাহিনি থেকে নাটকের ভিন্নতা দৃষ্ট হওয়ায় ইহার মহত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পাঠক ও

দর্শকের কৌতূহল বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। মহাকবি ভাস সমস্ত নাটকীয় বৃত্তান্ত স্বপরিকল্পনায় ঘটিয়ে নাটকটির অভিনবত্বের রূপ দিয়েছেন। 'প্রতিমা' নাটকের চরিত্রসমূহ যদিও মানবচরিত্র তথাপি উক্ত চরিত্রগুলি রামায়ণ মহাকাব্যের চরিত্রগুলি অপেক্ষা সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল। মূলত রাম চরিত্রকে অত্যন্ত ভদ্র, পরিশ্রমী ও পিতৃভক্ত হিসাবে দেখানো হয়েছে। রামচন্দ্র পিতৃ-আড্ডা পালনের উদ্দেশ্যে বিনা প্রতিবাদে দ্বিধাহীনভাবে চৌদ্দবৎসরের জন্য বনগমন করেন। সীতাদেবীর চরিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করলে লক্ষ্য করা যায়, তিনি লক্ষ্মণকে তিরস্কার করেননি। সীতা হরণের সময় লক্ষ্মণ অন্য কর্মে অন্যত্র গমন করেন। রামায়ণের কৌশল্যাকে অভিমানশীলারূপে দেখানো হলেও প্রতিমার কৌশল্যা শান্তস্বভাবা হিসাবে দৃষ্ট হয়। রঙ্গস্থলে কৌশল্যা কখনও কৈকেয়ী ও ভরতের প্রতি কোনপ্রকার অভিমান করেননি বা রাগ দেখাননি। 'প্রতিমা' নাটকে রাজমহিষী কৈকেয়ীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেরও পরিবর্তন লক্ষ্মণীয়। কৈকেয়ী যদিও সামান্য ভুল করেছিলেন এবং সেই ভুলের জন্য ভরতের নিকট দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন তথাপি তিনি তাঁর ভুল সংশোধনের জন্য বিশেষ তৎপর হন ও ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করেন। এখানে কৈকেয়ীর চরিত্রে নিরহংকারতা লক্ষিত হয়। তাই বলা যায় ভালো ও মন্দ মিশ্র চরিত্রের অধিকারী ভরতমাতা কৈকেয়ী নাটকীয় ভাবধারার বিশেষ সৌন্দর্যবর্ধক এবং তাঁর এই চারিত্রিক পরিচয় কবি কৃতিত্বের বিশেষ অবদান হিসাবে সুপরিচিত।

তাছাড়া 'প্রতিমা' নাটকে মহারাজ দশরথের সচিব সুমন্ত্র হলেন সহানুভূতিশীল, মানবদরদী ও গুণসম্পন্ন মন্ত্রী; যেখানে রামায়ণ তাঁকে বিপরীতমুখী কটুভাষী ব্যক্তি বলে অভিহিত করেছে। সর্বোপরি, প্রতিমা নাটকে উল্লিখিত চরিত্রগুলিকে বিশ্লেষণ করে বলা যায়, মহাকবি ভাস রামায়ণের চরিত্রাবলীর শুকনো হাড়ের মধ্যে রক্ত মাংসের সংযোজন করে উক্ত চরিত্রগুলিকে সজীব ও প্রাণবন্ত করে তুলেছেন।

'প্রতিমা' ভাসের অন্যতম প্রতিষ্ঠিত নাটক হলেও অন্য নাটকের ন্যায় এই নাটকেও কতিপয় দোষ লক্ষ্য করা যায়। কাব্যশাস্ত্রে উল্লিখিত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাব্যগত দোষ অনুসারে 'প্রতিমা' নাটকে ভাসের ত্রুটিগুলি নিম্নরূপ :

ভাসের সর্বপ্রধান দোষ করুণ রসপ্রধান এই নাটকে বীররস অঙ্গীরস হিসাবে প্রযুক্ত হয়েছে। লঙ্কাধিপতি রাবণের দম্ভপূর্ণ শ্লোকে বীররসের অভিব্যক্তি এমনভাবে হয়েছে যা দৃশ্যকাব্যটি দর্শক তথা পাঠকের মনে সংশয় সৃষ্টি করে।

"বিলপসি কিমিদং বিশালনেত্রে বিগণয় মাম্ চ যথা রবার্যপুত্রম্।
বিপুলবলযুতো মমৈব যোদ্ধুং সসুরগণোৎপ্যসমর্থ এব রামঃ।।" প্রতিমা - ৫/১৯

"রামং বা শরণমুপেহি লক্ষ্মণং বা স্বর্গস্থং দশরথমেব বা নরেন্দ্রম্।
কিং বা স্যাৎ কুপুরুষঃ সংশ্রিতৈর্বচোভিঃ ন ব্যাঘ্রং মৃগশিশবঃ প্রঘর্ষয়ন্তি।।" প্রতিমা - ৫/১৮

"যোৎমুৎপতিতো বেগান্ন দগ্ধঃ সূর্যরশ্মিমিঃ।
অস্যাপরিমিতৈর্দগ্ধঃ শপ্তোৎসীত্যেভিরক্ষরৈঃ।।" প্রতিমা - ৫/২০

নাটকে অপাণিনীয় শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যথা আপৃচ্ছামি, রক্ষতে, ধরন্তে প্রভৃতি।

নাটকের প্রথমাঙ্কে বনবাসী রামচন্দ্রকে বলতে দেখা যায় বনগমনের পর মহারাজ আমাদের শিরসদৃশ আত্মীয়জনকে যেন দেখেন—

"চীর মাত্রোত্তরীয়ানাং কিং দৃশ্যং বনবাসিনাম্।
গতেষ্বস্মাসু রাজা নঃ শিরঃ স্থানানি পশ্যতু।।" প্রতিমা - ১/৩১

রামের এই উক্তি কেবলমাত্র প্রলাপই নয়, নাট্যরীতি অনুযায়ী 'অত্যন্ত অনুচিত উক্তি। "রামঃ তেন হি অলংক্রিয়তাম্। অহমাদর্শ ধারায়িষ্যে-" সীতার নিমিত্ত রামচন্দ্রের দর্পণ ধারণপূর্বক দন্ডায়মান থাকার বিষয়টি

অনুচিতরূপে প্রতীত হয়। নাট্যশাস্ত্রের নীতিবিরুদ্ধ নাট্যকৌশলের প্রয়োগ ভাসের অপর একটি ত্রুটি। যথা - 'প্রতিমা' নাটকে মঞ্চের ওপর দশরথের মৃত্যু দেখানো হয়েছে।

পিতা দশরথের মৃত্যু সংবাদ রাম সকাশে কিভাবে উপস্থিত হয়েছিল নাটকে তার কোন উল্লেখ নেই। কেবলমাত্র ভরত ও সুমন্ত্রের উপস্থিতির দ্বারাই রামচন্দ্র পিতৃবিয়োগ বিষয়ে অবহিত হয়েছেন। ভাস তাঁর নাটকে নারী পাত্রীদের অনেক স্থানে অবহেলা করেছেন। উদাহরণস্বরূপে বলা যায়, নায়িকা সীতাদেবীর চরিত্র আদর্শরূপে রক্ষিত হয়নি। রাবণ কর্তৃক অপহরণকালে সীতাদেবী নিজেকে রক্ষার জন্য কোন কথা না বলে কেবলমাত্র বাঁচাও বাঁচাও চিৎকার তাঁর চরিত্রের নিম্নমুখিতাকে সূচিত করে। নাটকের নায়ক রামচন্দ্রের চরিত্রও সমুজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়নি। আগন্তুক অপরিচিত রাবণের কথায় কাঞ্চনপার্শ্ব বিষয়ের স্বীকৃতি সরল রামচন্দ্রের বিবেকহীনতাকে সূচিত করে। এই ঘটনায় ধীরোদাও নায়কের চারিত্রিক প্রতিকূলতা প্রতীক হয়। তবুও বিশ্লেষণান্তে বলা যায়, 'প্রতিমা' নাটকে মহাকবি ভাসের কতিপয় ত্রুটি লক্ষ্য করা গেলেও গুণাধিক্যের প্রভাবে দোষসমূহ বিলীন হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে মহাকবি কালিদাসের একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য—"একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বকাঙ্কঃ।"

উপর্যুক্ত সামগ্রিক আলোচনান্তে বলা যায়, সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাস পূর্বযুগের নাট্যকার ভাসের নামটি স্বমহিমায় বিরাজিত। তিনি রামায়ণ, মহাভারত, বৃহৎকথা বা প্রচলিত প্রাচীন কাহিনী থেকে নাটকের শিকড় গ্রহণ করে মহীরুহে পরিণত করেছেন। নাটকগুলিতে নাট্যকারের স্বীয় পরিকল্পনা ও অভিনবত্ব স্থান পেয়েছে। নাট্যশাস্ত্রের প্রচলিত বিধানকে নাট্যকার কোন কোন ক্ষেত্রে উপেক্ষা করলেও তাতে নাটকের মর্যাদা কখনই ক্ষুন্ন হয়নি, নাটকের পাত্র-পাত্রী দীর্ঘ সংলাপ বলে দর্শকের বিরক্তি উৎপাদন করেনি বা বেশীক্ষণ মঞ্চে থেকে একঘেয়েমিরও সৃষ্টি করেনি। ভাসের রচনারীতি সরল, সুবোধ্য এবং আড়ম্বরবিবর্জিত। দীর্ঘ সমাস, জটিল বাক্য ও অলঙ্কার বাহুল্যের ভারে নাটকগুলি ভারাক্রান্ত হয়নি। নাটকে মুখ্য চরিত্রগুলির পাশে গৌণ চরিত্রগুলিও নিষ্প্রভ হয়ে যায়নি। ভাসের নাট্যরসের ভাবসমৃদ্ধ প্রবাদস্বরূপ কিছু সূক্তি সংস্কৃত সাহিত্যের চিরন্তন সম্পদ; যেমন - "কুতঃ ক্রোধঃ বিনীতানাং লজ্জা বা কৃতচেতসাম্" (প্রতিমা)। ভিন্টারনিৎসের মতে—"The short plays of Bhasa are all very dramatic, full of life and action."